দৈনিক ইনকিলাব 152

21 MAY 1987

শিক্ষাঙ্গন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ

এ দেশের মাদ্রাসার ছাত্রদের দীর্ঘদিনের দাবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আজ একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। দু'টি অনুষদের আওতায় ৪টি বিভাগ নিয়ে বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ব্যাচে ছাত্র ভর্তি শেষ হলে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াবে ৬০০। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একটি সত্যি কথা বলতে হচ্ছে, কারণ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশীর ভাগ ছাত্র মাদ্রাসা থেকে এসেছে এবং তাদেরকে ১শ' নম্বরের বাধ্যতামূলক ইংরেজী পড়তে হচ্ছে। বলা হয়েছে মাদ্রাসার ছেলেরা ইংরেজীতে দুর্বল। কথাটা পুরোপুরি সত্য না হলেও উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে কথা হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়েও নাকি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ইংরেজী প্রাধান্য পাচ্ছে। শিক্ষকরা ক্লাশে ইংরেজীতে বক্তৃতা করছেন। ব্লাকবোর্ডে ইংরেজীতে নোট লিখে দিচ্ছেন। বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশী বেশী করে ইংরেজী লেখকদের বই নির্বাচিত করছেন। অথচ তাঁরা একটু ইচ্ছা করলেই বাঙলায় এসব করতে পারেন। কারণ যতই ইংরেজীর বড়াই করা হোক না কেন ছাত্ররা তো পরীক্ষার খাতায় সেই বাঙলাতেই লিখছে। তাহলে ইংরেজীর পিছু ছুটে বৃথা এই পণ্ডশ্রম কেন? আবার বলা হচ্ছে ছেলেরা ইংরেজীতে দুর্বল। এসব কেন? দু'শ' বৎসর ইংরেজদের নফরী করে তাদের নফরীখত (দাসত্বের চিহ্ন) আয়ত্ত করার জন্য এত কোশেশ কেন? যে ইংরেজদের কারণে আজ মুসলমানদের এই অধঃপতন, মাদ্রাসা শিক্ষার এই করুণ পরিণতি; সেখানেও এতো সাধের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে দাসখত বহর কেন?

অথচ সত্যিকার অর্থে মাদ্রাসার ছেলেরা মাতৃভাষা বাঙলা চর্চার ক্ষেত্রেই বেশী রকম দুর্বল। তাদের সাহিত্য চয়ন, রচনারীতি, ভাষারপদ সবই মোঘল আমলের। মাদ্রাসাগুলোতে বাঙলা শিক্ষকের অভাব। কোনরকম দায়সারা গোছের বাংলা পঠন-পাঠন। ক্লাস চালিয়ে নেয়ার মতো শিক্ষক দিয়ে বাংলার পাঠোদ্ধার। এসবই মাদ্রাসার বাংলা চর্চার একটি দারিদ্রতা। তাছাড়া মাদ্রাসাগুলোতে বাংলা শিক্ষকদের প্রচণ্ড অভাব। কারণ সাধারণ কলেজ, ভার্সিটির বাংলা সাহিত্যের ছাত্ররা মাদ্রাসায় গিয়ে শিক্ষকতা করাটা পছন্দ করেন না। আবার মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্রদের পক্ষে অনেক বড় বড় পাস দিয়েও মাদ্রাসায় বাংলা পড়ানোর মতো সুযোগ নেই। কারণ সরকারী রুলস রেজুলেশনে বাংলা শিক্ষককে বাংলায় সম্মান অথবা বিএ ডিগ্রীধারী হতে হবে। মাদ্রাসার বাংলা চর্চার ক্ষেত্রে এই যে বিড়ম্বনা এটাইতো মাদ্রাসার ছেলেদের বাংলায় দুর্বলতার মূল কারণ। অথচ সেদিকটাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দেখেও দেখছেন না। এতো বড় একটা সমস্যা অথচ তার সমাধানের কোন মাথা ব্যথাই যেন তাদের নেই। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষাকে একটি যুগোপযোগী জনপ্রিয় শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। সেই বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের সে চাহিদার কথা মনে রেখেছে? শরিয়া অনুষদের যে ছাত্রটিকে তার আরবী কিতাবাদির তর্জমা করতে করতেই গলদঘর্ম হতে হচ্ছে সেই ছেলেটির মাথার উপর আবার ইংরেজীর এক অনাহুত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে বিব্রত করা কেন? আর ক্লাসেই বা আরবীতে বক্তৃতা দেয়ার এই বহর কেন? বরং ছেলেদেরকে আরবী থেকে বাংলা করার প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দেয়ার বাধাটা কোথায়?

তাই চলতি সেশন থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা চর্চার দৈন্যদশা লাঘব করার স্বার্থে মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ চালু করা উচিত।

—আহমেদ সেলিম রেজা